Rs. 1.00
মূল্য ঃ ১টাকা

PRABINBARTA
প্রবীণবার্তা

MONTHLY
মাসিক

Vol : II Issue : VIII 15th NOVEMBER, 2013 কার্তিক ১৪২০; বার্ষিক মূল্য-১০টাকা RNI No WBBEN/2012/46375

গত ১লা অক্টোবর, ২০১৩ 'বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস' উপলক্ষ্যে সূর্য সেন মঞ্চে বক্তব্য রাখছেন সমীর রক্ষিত। মঞ্চে উপবিষ্ট আছেন পূরবী মুখোপাধ্যায়, নবকুমার নন্দী, শুভঙ্কর চক্রবর্তী, ডাঃ গৌরীপদ দত্ত ও সংস্থার সভাপতি পেলব মুখার্জী।

ছবি ঃ ডাঃ বীরেন মজুমদার

বাঙালির সর্বনাশা নাগরিকত্ব আইন তুলে নাও

১৯৪৭-এর দেশভাগের দ্বারা ব্রিটিশ-পন্থী ভারতীয় শাসক - শ্রেণী বিপ্লবী বাংলা ও পাঞ্জাবকে শিক্ষা দিতে চেয়েছিল। পাঞ্জাবীদের এ জন্যে যতটা ক্ষতি হয়েছিল, তা সকলে জানেন, কিন্তু অনেক ক্ষতির মধ্যেও অন্য একটি মহ-উপকার তাদের হয়, সে হল; অবিভক্ত ভারতে পাঞ্জাবীরা সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ছিলেন, কিন্তু দেশ ভাগের পর ভারতে আগত পাঞ্জাবী উদ্বাস্তুদের পুর্নবসতি দেওয়া হল মুখ্যত পূর্ব-পাঞ্জাব ও আশেপাশের রাজ্যে। (এ ছাড়া দিল্লি শহর-সন্নিহিত অঞ্চলে) এর ফলে সারা পশ্চিম পাকিস্তান জুড়ে ছড়িয়ে থাকা পাঞ্জাবীরা পূর্বপাঞ্জাবে ঘনত্বে ও শক্তিতে সুসংহত হলেন। এই শক্তি রাজ্য ও কেন্দ্রীয় রাজনীতির অন্যতম নিয়ন্ত্রক-শক্তি রূপে দেখাদিল। ধনে-মানে, বানিজ্যে-বসতে তারা ভারতে প্রত্যেক্ষে ও পরোক্ষে অনেকাংশেই নেতৃত্বে করতে পারলেন।

আর ঠিক উল্টোটাই হল পূর্বপাকিস্তান থেকে আগত হিন্দু বাঙালী উদ্বাস্তুদের ক্ষেত্রে। লোক-বিনিময়তো হলই না বরঞ্চ তাদের, ১) বিশেষ করে প্রিয় মাতৃভূমি ছেড়ে আসতে যাদের প্রাণ কেঁদেছে আর সেকারণে শত অত্যাচারেও মাটি কামড়ে পড়েছিলেন: তারা যখন এলেন তখন কুচক্রী সেই সব-প্রতিশ্রুতি-দাতা কেন্দ্রীয় নেতারা আর তাদের বাঙালি সাকরেদরা শ্রমজীবী এই উদ্বাস্তুদের সতীর ছিন্ন-দেহের মতো ছুঁড়ে ফেলল সারা ভারতের বনে-জঙ্গলে, পাথুরে অনুর্বর উষর মরু-প্রান্তর থেকে কালাপানির জারোয়া-জঙ্গলে। যেসব স্থানে আদিবাসী থেকে বন্যমানুষের জীবনও সুরক্ষিত কিন্তু উদ্বাস্তুদের বাঘ-ভালুকের সস্তাখাবার হিসেবে আর চিকিৎসার সম্পূর্ণ-সুযোগ-হীন বন্য জীবন মেনে নিতে বাধ্য করা হয়েছে। *তাদের জন্য "উদার-হৃদয় বিশ্ব-মানবিক বাঙালি রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবীদের" বাঁ-চোখের তলায় একফোঁটা অশ্রুর দেখা আমরা পাইনি। আর বাঙলা যখন তাদের দেখাপেলো তখন

আমরা দেখতে পেলাম 'মরিচঝাঁপির রক্তাক্ত অন্ধকার'। আমরা জানি ২) ভারতের তৎকালীন সমস্ত বড়বড় নেতারা (যথা-গান্ধী, নেহেরু, রাজেন্দ্র প্রসাদ, সর্দার প্যাটেল, মহাবীর ত্যাগী)—এমন কি, এ, আই, সি, সি—র ১৫/১১/১৯৪৭-এর সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে বলা হয়েছিল যে, '(উদ্বাস্তুরা) যখনই আসতে চাইবেন, তখনই তাদের জন্য সকল ব্যবস্থা রাখা হবে, - তারা অন্য ভারতীয় নাগরিকের মতই সকল অধিকার পাবেন।" বেদনার-সঙ্গে আমরা দেখলাম এ সব ঐতিহাসিক-প্রতিশ্রুতির পরেও বাঙালি উদ্বাস্তুদের পরে নামিয়ে আনা হল ২০০৩ সালের নাগরিক আইনের নামে ভয়ানক সুনামির বিশ্ববিদারক অভিশাপ। যেখানে জাতিসংঘের ১৯৫০ সালের ১৪ই ডিসেম্বরের নাগরিকত্ব বিষয়ক ৪২৮নং সিদ্ধান্ত অমান্য করে অবৈধ এক সার্কুলার (গোপন সে চিঠির নং ২৬০১১/১৬/৭১-১০ তাং নয়াদিল্লি ২৯/১১/১৯৭১) বাঙালি-বিদ্বেষীরা জারি করলো, যেখানে বলা হল:

ক)"যে সব উদ্বাস্তু ১৯৭১ এর ২৫শে মার্চের পর পাকিস্তান থেকে ভারতে এসেছে তাদের ভারতের নাগরিকত্ব দেওয়া হবে না।" আর ২০০৩ সালের নাগরিক বিলে এই অবৈধ ও অমানবিক এবং অনৈতিহাসিক সার্কুলারকে বৈধতা দিলো।

খ) আরো বেদনার কথা ২০০৪ সালের সংযোধিত আইনে পাকিস্তানের (বাঙলাদেশ নয়) জন্য এ নাগরিকত্বের বাঁধা তুলে দেওয়া হল। কিন্তু অভাগা উদ্বাস্তু-বাঙালির জন্য রইল সেই ভয়ানক অন্যায় ও অবৈধ কালা কানুন। যার বলি আজ সমগ্র বাঙালি উদ্বাস্তু সমাজ। যার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন কোটি। এই ব্যাপক সংখ্যক হতভাগ্য মানুষের ওপরে আরোপিত অবিচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন করার জন্য নেই কোন রাজনৈতিক শক্তি, নেই বিশ্ব-সচেতন উদার বাঙালি সমাজ! এমন কি বড় কোনো এন.জি.ও-কেও এসব আন্দোলনে হাওয়া দিতে দেখি না। তাই এই ভুক্তভোগীরাই নিজ - উদ্যোগে সংগঠিত হচ্ছেন, সাধ্য মতো আন্দোলন করছেন, সংগঠন গড়ে তুলছেন। যাদের মধ্যে নিখিল ভারত উদ্বাস্তু সমন্বয় সমিতি এদের নিয়ে এবং এদের জন্য সারা ভারতে উল্লেখযোগ্য আন্দোলন করছে। এ ছাড়া কিছু দিন আগে পর্যন্ত এ-আন্দোলন ছিলো অল ইন্ডিয়া উদ্বাস্তু ফ্রন্ট, মতুয়া মহাসংঘ, জয়েন্ট কমিটি ফর রিফিউজি মুভমেন্ট, জয়েন্ট এ্যাকশান কমিটি ফর বাঙালি রিফিউজিজ প্রমুখ সংস্থা। এই সময়ের মুখ্য দাবি: ১) নাগরিকত্ব বিষয়ক কালা কানুন তুলে নাও। বাঙালি উদ্বাস্তুদের নাগরিত্ব প্রদানে অবিচার বন্ধ কর। ২) পশ্চিম বঙ্গের তালিকানুসারে সারা ভারতে দলিত বাঙালিকে জাতিপত্র দিতে হবে। ৩) ভাষাগত সংখ্যা-লঘু হিসেবে প্রতিটি রাজ্যে ভারতের ২য় প্রধান মাতৃভাষা বাংলা পড়ার সুযোগ দিতে হবে।

এইসব দাবিতে ২০০১ সালে কলকাতায় গড়ে ওঠে 'বাঙলার বাইরে বাঙালি সহায়ক সমিতি, সহমর্মী। কলকাতার নানা ভাষা ও নানা ধর্ম-সংস্কৃতির ব্যাপক, লেখক-শিল্পী-সাংবাদিক-বুদ্ধিজীবীদের অংশগ্রহনে তারা তখন সরকারকেও প্রভাবিত করতে সক্ষম হন। সদ্য-বিভক্ত উত্তরাঞ্চলের বাঙালি উদ্বাস্তুদের সমস্যার পাশে সেদিন কলকাতা দাঁড়িয়েছিলো। তাদের সেই উজ্জ্বল-ঐতিহ্য-অনুসারী সংগঠন "সর্বভারতীয় বাংলা ভাষামঞ্চ" সারা ভারতে বাংলাভাষা ও বাংলাভাষীর সার্বিক সমস্যার সমাধানে সর্বস্তরে ভারতবাসী বাংলাভাষীদের নিয়ে একটি জাতীয় আন্দোলনের জন্য সংগঠিত হচ্ছে, যাদের সঙ্গে আছে শতবর্ষের ঐতিহ্যনন্দিত 'বিহার বাঙালি সমিতি"র মতো সুবৃহৎ সংস্থা সহ নানা রাজ্যের মাতৃভাষা সংগঠন সমূহ। আর আছেন রবীন্দ্র-বিবেকানন্দ-সুভাষচন্দ্র অনুসারী মাতৃভাষা-প্রেমী-বিশ্বমানবেরা।

উপযুক্ত কোন রাজনৈতিক সংগঠন যখন এই অভাগা বাঙালি উদ্বাস্তুদের জন্য আর এগিয়ে আসছে না তখন এই সব সামাজিক সংগঠনের যৌথ পতাকা তুলে গড়ে ওঠা সংগ্রামী ঐক্যই দেখাক উদ্বাস্তু বাঙালির আর বাংলা ভাষার আশু মুক্তির পথ। তার পাশে থাকুক বিবেকবান ভারতবাসীর মহান সমর্থন। জয় বাংলা। জয় ভারত।।

নীতীশ বিশ্বাস সম্পাদক, ঐকতান গবেষণাপত্র /ঐকতান সংবাদ।।

ঐকতান, ডি - এল - ২২৪/ডি, সল্টলেক কলকাতা — ৭০০০৯১/৯৩৩০৯৬১৮২৪

বিঃ দ্রঃ এই সংখ্যায় প্রকাশিত প্রবন্ধটির বক্তব্য সম্পূর্ণ ভাবে লেখকের নিজস্ব অভিমত। সম্পাদক কোন মতেই দায়ী নয়।

'বিশ্ব প্রবীন নাগরিক দিবস' ২০১৩

বেথুন ইন্সটিটিউট অফ্ জেরিয়াট্রিকস্ রিসার্চ এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার এবং জয় ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কাস ইউনিয়নের যৌথ উদ্যোগে শহীদ সূর্যসেন ভবনে ১লা অক্টোবর ২০১৩ সোমবার বিকাল ৫টায় ডাঃ কৃষ্ণা হালদার এর উদ্বোধনী সঙ্গীতের মাধ্যমে বিশ্ব প্রবীন নাগরিক দিবসের অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করা হয়।

তারপর সংস্থার সম্পাদক শ্রীদীপেশ মিত্র সংস্থার প্রতিনিধি এবং অন্যান্য সম্মানীয় অতিথিবর্গকে মঞ্চে আহ্বান জানান। এবং তারা মঞ্চে আসন গ্রহন করেন।

সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর বক্তব্য শুরু করেন এবং প্রবীণবার্তার বিশেষ সংখ্যা প্রবীণদের সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসুন' নিজের লেখাটি পাঠ করেন। তিনি বলেন আমরা ৯৩নং ওয়ার্ডে তিনটি সাপ্তাহিক ক্লিনিক পরিচালনা করি। একটি দাসনগরে প্রতি মঙ্গলবার, একটি রংকলে প্রতি বৃহস্পতিবার ও একটি বেঙ্গলল্যাম্প অঞ্চলে প্রতি শনিবার, আগে ২ টাকার বিনিময়ে রোগীদের ব্যবস্থাপত্র প্রদানসহ প্রাপ্তি সাপেক্ষে ঔষধ সরবরাহ হত। এই বছর ৩১ শে জুলাই, এ.জি.এম-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২ টাকার বদলে রোগীদের নিকট থেকে ৫ টাকা করে নেওয়া হয়। তাছাড়া বাঁশদ্রোনীতে হোমিওপ্যাথি ক্লিনিক খোলা হয়েছে। সেখানে ২ জন ডাক্তার বসেন, ডাঃ কৃষ্ণা হালদার বসেন প্রতি মঙ্গলবার এবং ডাঃ কৃষ্ণার্জ্জুন মুখার্জী বসেন প্রতি শুক্রবার, সেখানে ১০ টাকার বিনিময়ে ডাক্তার দেখানো সহ ঔষুধ সরবরাহ করা হয়।

এই পরিসেবা আমরা কতদিন চালিয়ে যেতে পারব জানি না। সরকারীভাবে চিকিৎসার পরিসেবা থাকা সত্ত্বেও সাধারণ মানুষ তা পাচ্ছে না। ডাক্তারী পরিসেবা দিয়ে আমরা বেশীদূর এগোতে পারব না। আমাদের সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাচ্ছি। প্রতি বছরই ১লা অক্টোবর বিশ্ব প্রবীণ নাগরিক দিবস উপলক্ষ্যে নিজ নিজ ক্ষেত্রে অবদান রাখার জন্য সমাজের কিছু সংখ্যক বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা জানানো হয়। এবছরও সম্মাননা জানানোর জন্য ৪জন বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিকে আমন্ত্রন জানানো হয়েছে। প্রবীণ নাগরিকদের জন্য এই দিনটি উৎসর্গ করা হয়েছে। এরপর তিনি তার বক্তব্য শেষ করেন। সভাপতি ডাঃ গৌরিপদ দত্ত মহাশয়কে পুষ্পস্তবক দিয়ে বরণ করেন।

ডাঃ গৌরিপদ দত্ত বলেন যে আজকের দিনটি সারা পৃথিবীতে পালিত হচ্ছে। প্রবীণদের সমস্যাকে মোটামুটি অর্থনৈতিক, শারীরিক এবং সংস্কৃতিগত এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। চাকুরি বা সকল ব্যবসা থেকে অবসৃতদের অর্থনৈতিক সমস্যা আনুপাতিক ভাবে কম, ব্যাধির সমস্যাই বেশী। বিশেষতঃ বর্তমানকালে ব্যাধির থেকে চিকিৎসার খরচই প্রায় প্রাণঘাতি, বর্তমান উন্নত চিকিৎসা পদ্ধতি রোগীর পরিবারকে ধনে প্রাণে ধ্বংস করছে। এই স্তরের মানুষেরা স্ব-সংগঠিত রূপে সমস্যাগুলির অনেকটা সমাধান করতে সক্ষম। সেই প্রচেষ্টা করা খুবই প্রয়োজনীয়। অন্য স্তরের মানুষেরা যারা স্বল্প বিত্ত তাঁরাও নিজেদের সংগঠিত করতে পারেন। এই স্তরের জন্য সরকারী এবং বেসরকারী সমাজসেবী সংস্থার সাহায্যও দরকার। একেবারে দরিদ্র মানুষদের দায়িত্ব সরকারকেই মুখ্য নিতে হবে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি নানাভাবে এদের সাহায্য করতে পারে। করাও উচিত। তিনি আরো বলেন মানব সভ্যতা একটা সঙ্কটময় সময়ের মধ্যে আবর্তিত হচ্ছে। প্রকৃতি মানুষের নুন্যতম প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম। কিন্তু তার লোভের তৃপ্তি সাধনে সমর্থ হতে পারে না। এই চিরতরুনায়িত ভোগ তৃষ্ণা নিবারণ প্রচেষ্টাই বিশ্ব প্রবীণ দিবসের ঘোষিত বার্তাই হোক 'প্রাচ্য ঋষি বাক্য' নামো সুখমস্তি।

এ সবই তো যুগযুগান্তের আপ্ত বাক্য, বাস্তবে এর প্রতিফলন কঠিন। আত্মহনন অবাঞ্ছনীয় সুতরাং বৃদ্ধদের বেঁচে যখন থাকতেই হবে তখন তাদের পরিবারের সমাজ ও সরকারের সমন্বিত প্রয়াসেই এই সমস্যার সমাধান করতে হবে। এই বলে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন।

যাদের সম্মাননা জানানো হবে তাদের মঞ্চে আহ্বান করেন সম্পাদক শ্রী দীপেশ মিত্র। এবং একে একে তারা মঞ্চে আসন গ্রহন করেন। তারা হলেন ঃ-

১) অধ্যাপক শুভঙ্কর চক্রবর্তী,
২) অধ্যাপক নবকুমার নন্দী
৩) অধ্যাপক সমীর রক্ষিত
৪) সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি পূরবী মুখোপ্যাধ্যায়

তাদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পাঠ করেন শ্রী দীপেশ মিত্র, তারপর মানপত্র, উত্তরীয়, মেমেন্টো ও ফুলের তোড়া দিয়ে সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী তাঁদেরকে সম্মাননা জ্ঞাপন করেন।

তারপর যাদের সম্মাননা জানানো হয় তারা প্রবীণ দিবসের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। এছাড়াও তারা সকলেই বেথুন ইন্সটিটিউটের ভূয়সী প্রংশা করেন। বেথুন যেভাবে কাজ করছে আমাদের সকলকে তার পাশে দাঁড়ানো প্রয়োজন, তারা এও বলেন বেথুনের পক্ষ থেকে সম্মাননা জানানোর জন্য আমরা গর্বিত। এরপর সঙ্গীত শিল্পী শ্রীমতি পূরবী মুখোপাধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন। সভায় উপস্থিত সকলে তার সঙ্গীতের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁথাইত ঐ দিনের অনুষ্ঠানে নিজে উপস্থিত থাকতে না পেরে তার লিখিত বক্তব্য পাঠান যা সভায় পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার। বিষয়টি হল 'দাদু দিদা ফোঁটা'। তাতে তিনি লিখেছেন আমাদের সমাজে নানা অনুষ্ঠান আছে, সেগুলো গড়ে উঠেছিল নানা পরিপ্রেক্ষিতে ভিন্ন ভিন্ন তাৎপর্য নিয়ে। কিছু ধর্মীয়, কিছু সামাজিক যেমন ভাইফোঁটা, জামাই ষষ্ঠী ইত্যাদি। কিন্তু প্রবীণদের ভাল রাখার জন্য বা তাদের প্রতি মমত্ব জ্ঞাপনের জন্য কোন আলাদা পার্বনের চল নেই। তার ফলে প্রবীণদের (দাদু, দিদা, ঠাকুমা, ঠাকুদা) অবহেলার ঘটনা ও বাড়ছে। শৈশবে কৈশোরেই দাদু, দিদা, ঠাকুমা, ঠাকুর্দা-দের প্রতি ভালবাসা কর্তব্য বোধের বীজ বপন করা উচিত। মনে গ্রসিত মমত্ব বোধের ফলে ভবিষ্যতে তারা অনেকেই পরিবারের প্রবীণদের প্রতি কর্তব্য পরায়ন হবে এমন আশা করা যেতে পারে।

বিশ্ব প্রবীণদিবস রয়েছে ১লা অক্টোবর, সেটা সাধারণ একটা বিষয়, পরিবারের মধ্যে একটা পার্বনের প্রথা চালু করলে তা অনেক আন্তরিক হবে, হৃদয় স্পর্শ করবে। বাঙালীদের একটা নতুন পার্বন হোক 'দাদু দিদা ফোঁটা'। প্রতি বছর একটা নির্দিষ্ট দিনে অগ্রহায়ন মাসের প্রথম রবিবার (নভেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহে) এই 'দাদু দিদা ফোঁটা' পার্বন হোক।

নীচে লেখা শ্লোক বলা যেতে পারে,

দিদা বা ঠাকুমাকে বলবে
ভাল থাকবে আমার দিদা
করব যতন তোমায় সদা,
দাদু বা ঠাকুর্দাকে বলবে-
ভাল থাকবে আমার দাদা
করব যতন তোমায় সদা।

অগ্রহায়ন মাসে আবহাওয়া মনোরম থাকে। অন্যান্য উৎসব শেষ হয়ে যায়। বাংলা ক্যালেন্ডার মাসের নির্দিষ্ট দিনে 'দাদু, দিদা ফোটা' হবে, কোন ধর্মীয় তিথি নক্ষত্র, পৌরানিক বিষয় যুক্ত নেই। বাঙালীরা (হিন্দু, মুসলিম, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) সকলেই এই ধর্ম নিরপেক্ষ পার্বন পালন করতে পারবে। নিজ পরিবারে এই ছোট্ট অনুষ্ঠান হবে, এছাড়া ও ক্লাবে বা পাড়ায় সমবেত ভাবে এই অনুষ্ঠান করা যেতে পারে।

শ্রী সনৎ লাহিড়ী উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানিয়ে তার বক্তব্য শুরু করেন। তিনি বলেন সভাপতি সহ এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের হাত ধরে বহু বাধা বিপত্তি অতিক্রম করে সংস্থা এগিয়ে চলেছে। আমরা আমাদের সাধ্যমত কাজ করে যাচ্ছি। আজকে এখানে ৪ জন বিশিষ্ট গুণী ব্যক্তিকে সম্মাননা জানিয়ে আমরা নিজেরা সম্মানিত বোধ করছি। প্রতি বছরই এই দিনে আমরা কয়েকজন বিশিষ্ট প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা জানিয়ে থাকি। দীর্ঘ সময় ধরে ধৈর্য্য বসে অনুষ্ঠান উপভোগ করার জন্য উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

অনুষ্ঠান শেষে সকলের জন্য মিষ্টি মুখের আয়োজন করা হয়।

বিজ্ঞপ্তি

আগামী ১৩ই নভেম্বর, ২০১৩, বুধবার আমাদের রায়নগর বাঁশদ্রোনীতে এবং ২০শে নভেম্বর ২০১৩, বুধবার ৩৯২এ প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডস্থ, সংস্থার দ্বিতলে বিমল চ্যাটার্জী অডিটোরিয়ামে শারদীয় মিলন উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে, উভয় অনুষ্ঠানই বিকেল ৫টায় শুরু হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলের উপস্থিতি একান্ত কাম্য।

ধন্যবাদান্তে —
দীপেশ মিত্র
সম্পাদক

তারিখ ০১.১১.২০১৩

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre. Ph. : 033 2473 9642, 033-2414 7777 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700045, Editor - Sri Dipesh Mitra.